দৈনিক ইনকিলাব

10

তারিখ JAN 2 2000 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৪ ......

আর্থিক ফায়দার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশনায় কৃত্রিম বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে

মোঃ আবদুর রহিম ॥ শুধুমাত্র আর্থিক ফায়দা লোটার পথ খোলা রাখতেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশনা ব্যবস্থার বিঘ্ন সৃষ্টি করে লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবনকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। উৎপাদন বিভাগসহ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক কর্মকর্তা বলেছেন, কোন সৎ লোক পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে কাজ করতে পারে না। যে কোন সমস্যার ত্রুটি চিহ্নিত করে তা নিরসনের উদ্যোগ নেয়ার সময় হলেই বদলী করা হয়। কেউ সত্য কথা বললে সঠিক কাজ করতে গেলে যাদের স্বার্থে আঘাত আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেই প্রভাবশালী মহলটি তাকে অথবা তাদেরকে দলীয়ভাবে চিহ্নিত করে বদলী করে দিয়ে তাদের 'চেইন অব এ্যাকশন' ঠিক রাখে। এ মহলটির উর্ধ্বে যেন কেউ নন। বছরের পর বছর তাই তারা প্রমাণ করছে। অপর এক কর্মকর্তা জানান, ধীরগতির কারণে মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহের

(১৪-এর পৃঃ দেখুন)

আর্থিক ফায়দার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশনায় কৃত্রিম বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুটিকয়েক বই ছাড়া প্রাইমারী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই ছাপা এবং যথাসময়ে তা বিতরণের বিষয়ে কোন অসঙ্গতি সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। এর ভিন্ন যা কিছু হবে তা কৃত্রিম সংকট। যথাযথ পরিসংখ্যান ছাড়া অতিরিক্ত বই ছাপিয়ে অধিক কমিশন নেয়ার খায়েশ পূরণের কারণেই গত বছরের বিক্রীত বইয়ের মজুদ নিঃশেষ করার লক্ষ্যেই এ বছর সকল প্রকাশক ও প্রেসসমূহের মালিকগণ এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রভাবশালী মহলটি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। তারা গড়িমসি করে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে নতুন বই ছাপাতে বিলম্ব করে এবং নতুন বই কম ছাপিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির কারণে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

কৃত্রিম সংকটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের অর্ধশতাধিক ত্রুটি চিহ্নিত বই নিয়েই চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রবেশ করতে হবে। গত বছর জুন মাসে মাধ্যমিক স্তরের অর্ধশতাধিক বইয়ের ব্যাপক এবং আংশিক পরিমার্জন করে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়াই ছিল অসমালোচিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় কাজ সম্পন্ন করা এ দেশের 'আনটেড' শিক্ষাবিদদের দিয়ে সম্ভব নয়। ফলে পরিমার্জনে বিলম্বের কারণে তড়িঘড়ি প্রিন্টিং অর্ডার দিতে গিয়ে প্রেস মালিকদের অধিক রেট দিতে হয়েছে। প্রেস মালিক এবং প্রকাশকরা স্বার্থরক্ষায় অনৈক্য কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাদের হাতে বই ছাপা ও বই বিতরণ জিম্মি হয়ে পড়েছে।

প্রকাশনা বিভাগের এক সূত্রে জানা গেছে, বিলম্বে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কারণে অসময়ে সংশোধন ও পজেটিভ করার জন্য তাড়া থাকায় এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কোন প্রুফ সেকশন না থাকায় কোন নিয়মনীতি ছাড়াই যাঁকে-তাকে দিয়ে অথবা সম্পাদকদের দিয়েই প্রুফের কাজ সম্পন্ন করার কারণে পজেটিভে ভুল থেকে যায় এবং ভুলে ভরা পজেটিভ দিয়েই বই ছাপানোর কারণে বইয়ে ভুল থাকে। এবং ভুলের ধারাবাহিকতায় কোন ব্যত্যয় ঘটছে না। অপরদিকে যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শুরু না করার কারণে শেষ পর্যায়ে এসে স্বাধীনভাবে কাউকে কিছু করতে না দিয়ে ডিক্টেট অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর এতেই সৃষ্টি হয় সংকট। আর সংকট সৃষ্টি করা হয় সময়ের, কাগজের।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী মহলের কলা-কৌশলের কারণেই নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার কারণেই এ বিশেষ মহলটি তাদের পছন্দমত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাদের ফায়দা লোটার পথ পরিষ্কার রাখে। এ সুবিধাবাদী মহলটি একটি চেইন রূপে সর্বদা এ কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে ডেপুটেশনে আসা নতুন নতুন কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এ মহলটির খপ্পরে পড়ে একই স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। এরই ফলে প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একই প্রক্রিয়ার কাজ হওয়া সত্ত্বেও ফি বছর ভুল হয়, অনিয়ম হয় এবং সংকট সৃষ্টি হয়। চলতি সংকটও একই প্রক্রিয়ার ফল। কার্যাদেশ দেয়ার পরও কাগজ উত্তোলন, বই প্রকাশ ও বিতরণের বিষয়কে কার্যাদেশ প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব প্রদান করেনি। প্রায় অর্ধশত প্রতিষ্ঠান কিছু বই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশ করলেও শতাধিক প্রতিষ্ঠান বই সংশোধন ও পরিমার্জন করে প্রকাশের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, আরামবাগের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবারের বই মুদ্রণ ও বিতরণের বিপর্যয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকাংশ দায়ী। তারা গত বছরে মুদ্রণ করা অতিরিক্ত বই ছাত্রছাত্রীদের খাইয়ে দিতেই এ কৌশল অবলম্বন করেছে। অনেকে এ কাজের জন্য কোটাভিত্তিক কাগজও উত্তোলন করেনি। জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।

অভিজ্ঞজনদের মতে, এ প্রতিষ্ঠানটিকে জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে আপনজনদের বদলি ও পদোন্নতির ডাম্পিং স্টেশন মুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বিপর্যয়মুক্ত করা কঠিন হবে।